সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২২৬
WEEKLY BOOKLET:226

ফয়যানে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رضی اللہ عنہما

প্রথম মুহাজির শিশু

রিযিকে বরকত ও দুঃখ দূর করার অনন্য ওযীফা

ছাদ থেকে সাপ পড়লো

শাহাদতের ঘটনা

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

ফয়যানে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাকের** জন্য পরস্পর ভালবাসা পোষনকারী যখন উভয়ে মিলিত হয় এবং পরস্পর হাত মিলায় আর **নবী** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর প্রতি দরূদে পাক প্রেরণ করে তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই উভয়ের পূর্বের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। **(মুসনাদে আবু ইয়ালা, ৩/৯৫, হাদীস ২৯৫১)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রথম মুহাজির শিশু

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন মক্কায়ে পাক থেকে হিজরত করে মদীনায়ে পাকে তাশরীফ নিয়ে আসেন, তখন শাওয়ালুল মুকাররমের অনন্য

www.dawateislami.net

মাসে মুহাজির সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان পরিবারে কুবা নামক স্থানে ফুটফুটে একটি শিশুর জন্ম হলো, শিশুর সম্মানিতা আম্মাজান **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজের চাঁদের ন্যায় শাহজাদাকে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক কোলে দিলেন, **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খেজুর আনালেন এবং তা নিজের মুখ মুবারকে চিবিয়ে শিশুর মুখে দিলেন, এভাবে সেই সৌভাগ্যবান শিশুর পেটে সর্বপ্রথম যেই বরকতময় খাবার গেলো তা **উভয় জগতের সর্দার, রাসূলে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক থুথু শরীফ ও খেজুর ছিলো। **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর উপর নিজের মুবারক হাত বুলিয়ে দিলেন ও শিশুর জন্য বরকতের দোয়া করলেন, এই সৌভাগ্যবান শিশু মদীনা পাকে মুসলমানদের মধ্যে জন্মগ্রহনকারী প্রথম শিশু ছিলো, যার জন্মে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان অনেক খুশি হয়েছিলেন, কেননা ইহুদীরা বলতো: আমরা মুসলমানদের উপর জাদু করে দিয়েছি, তাদের এখানে সন্তান জন্মাবে না। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: যখন মুহাজির সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان মদীনা পাকে আগমন করে এখানে বসবাস করতে লাগলেন এবং তাদের ঘরে সন্তান

www.dawateislami.net

হলো না তখন ইহুদীরা বললো: আমরা তাদেরকে জাদু করে দিয়েছি, এমনটি মানুষের মধ্যে এই কথাটি প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো, তখন সর্বপ্রথম হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর জন্ম হলো, তাঁর জন্মে সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এতো জোরে নারায়ে তাকবীর দিলেন যে, পুরো মদীনায় আল্লাহু আকবর শ্লোগানের প্রতিধ্বনির গুঞ্জন হলো, **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (যিনি সেই শিশুর নানাজান ছিলেন) কে আদেশ ইরশাদ করলেন: তার কানে আযান দাও আর নিজেই সেই সৌভাগ্যবান শিশুর নাম আব্দুল্লাহ রাখেন। **(যুরকানী আলাল মাওয়াহেব, ২/৩৫৬। সিয়রে আলামুন নুবালা, ৪/৪৬১। মুস্তাদরাক, ৪/৭০৯, হাদীস: ৬৩৮৬)**

আমি নিজেই নাম রাখবো

তিরমিযী শরীফে রয়েছে: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ঘরে প্রদীপ দেখলেন, তখন হযরত বিবি আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে ইরশাদ করলেন: মনে হয়, আসমা (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا) এর ঘরে সন্তান জন্ম হয়েছে, অতএব তোমরা সেই শিশুর নাম রাখবে না, আমি নিজেই তার নাম রাখবো, অতঃপর **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তার নাম

www.dawateislami.net

আব্দুল্লাহ রাখলেন এবং নিজের মুবারক হাতেই প্রথম খাবার প্রদান করেন। (তিরমিযী, ৫/৪৪৯, হাদীস ৩৮৫২)

নানাজানের নামের সাথে মিলিয়ে নাম ও উপনাম

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: আমার নাম আব্দুল্লাহ ও উপনাম আবু বকর, আমার নানাজানের নামের সাথে মিলিয়ে রাখা হয়েছে। তবে তাঁর একটি উপনাম আবু হুবাইবও রয়েছে। (মুস্তাদরিক, ৪/৭০৯, হাদীস ৬৩৮৫) তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁকে বললেন: মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে তোমার মিল রয়েছে। (আল আসাবা, ৪/৮১)

আলিশান পরিবার

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর মহত্ব ও শানের কথা কি বলবো, তাঁর বংশ মহান, তাঁর সম্মানিত পিতা দশজন সৌভাগ্যবান সাহাবায়ে কিরামের একজন, যাকে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক যবানে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছিলেন অর্থাৎ তিনি আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভূক্ত। তাঁর আম্মাজানও খুবই মর্যাদা সম্পন্ন, কেননা তিনি

www.dawateislami.net

ছিলেন মুসলমানদের প্রথম খলিফা, হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহজাদী ও মুসলমানদের আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বোন হযরত বিবি আসমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا।

পবিত্র আহলে বাইতের মুখে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর শান

একবার হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর নিকট হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর আলোচনা হলো, তখন তিনি বললেন: "হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا ইসলামে পবিত্র জীবনের মালিক ও কুরআনে করীমের ক্বারী। তাঁর পিতা হযরত যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, মাতা হযরত বিবি আসমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا, নানাজান আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, ফুফী উম্মুল মুমিনিন হযরত বিবি খাদিজা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا, দাদী হযরত বিবি সাফিয়্যা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আর খালা উম্মুল মুমিনিন হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا। **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের সকলের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

খালার ভাগিনার সাথে উপনাম

মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা তায়্যিবা তাহেরা আবিদা আফিফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর উপনাম ছিলো "উম্মে আব্দুল্লাহ", এর কারণ হলো যে, তিনি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে তাঁর উপনাম দেয়ার আবেদন করলেন, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: নিজের ভাগিনার (অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا) সাথে মিলিয়ে নিজের উপনাম রেখে নিন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا যখন তাঁর বোনের ছোট্ট শাহজাদা হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কে নিয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন তখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর মুখে নিজের থুথু মুবারক দিয়ে ইরশাদ করলেন: এ হলো আব্দুল্লাহ আর তুমি উম্মে আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا। **(মাদারিজুন নবুয়ত, ২/৪৬৮)**

হে আশিকানে রাসূল! এই বর্ণনাগুলো ছাড়াও আরো হাদীসে মুবারাকা রয়েছে, যা থেকে জানা যায়, সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان তাঁদের নবজাতক শিশুকে সর্বপ্রথম **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে বরকত অর্জনের জন্য নিয়ে আসতেন, প্রথম খাবার নিতেন ও বরকতের দোয়ার আবেদন

www.dawateislami.net

করতেন, কেননা যখন **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক দৃষ্টি পড়ে যাবে তখন শিশুর ঘুমন্ত ভাগ্য জেগে উঠবে আর **আল্লাহ পাকের** রহমত অবতীর্ণ হতে থাকবে। হায়! **উম্মতের দুঃখ নিবারনকারী আক্বা প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যেনো আমরা গোলামদের প্রতিও নিজের দয়ার দৃষ্টি প্রদান করেন, আমাদের ঘুমন্ত ভাগ্যও যেনো জাগিয়ে দেন, আমাদের বিরাণ অন্তরেও যেনো দয়ার দৃষ্টি প্রদান করেন তবে অন্তর থেকে গুনাহের সকল কালিমা দূর হয়ে অন্তর ইশকে রাসূলের নূর দ্বারা আলোকিত হয়ে যাবে। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ

শাহানশাহে সুখন মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আরয করেন:

তোমারি ইক নিগাহে করম মে সব কুছ হে
পড়ে হুয়ে তু সরে রাহ গুযার হাম ভি হে
নিগাহে লুতফ কে উমিদওয়ার হাম ভি হে
লিয়ে হুয়ে ইয়ে দিলে বে করার হাম ভি হে

(যওকে নাত, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নামাযে একাগ্রতা

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا একান্ত বিনয় ও নম্রতা সহকারে নামায আদায় করতেন, একবার তিনি নামায পড়ছিলেন, এমন সময় নিকটেই এই ছোট্ট ফুটফুটে শিশু বিদ্যমান ছিলো, হঠাৎ ছাদ থেকে একটি সাপ শিশুটির পাশেই পড়লো। লোকেরা 'সাপ সাপ' বলে শোরগোল শুরু করলো ও অবশেষে মেরে ফেলল। এতকিছু হওয়ার পরও হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا সেভাবেই নামায পড়ছিলেন। (সিয়রে আলামুন নুবালা, ৪/৪৬৪)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! নামাযে এমন বিনয় ও নম্রতা তাঁরই বিশেষত্ব ছিলো। হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন সিজদায় যেতেন তখন এত লম্বা সিজদা করতেন যে, পাখিরা তাঁর পিঠ মুবারককে ভাঙ্গা দেয়ালের অংশ মনে করে তাতে বসে যেতো। (মাওসুয়াতু ইবনে আবীদ দুনিয়া, ১/৩৪১, হাদীস ৪৬৭)

মিনজানিক পাথর বর্ষণ করতো কিন্তু নামাযে কোন প্রভাব পড়তো না

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হযরত ইবনে আবু মুলাইকা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে বললেন: আমাকে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর গুণাবলী বর্ণনা করুন,

www.dawateislami.net

তখন তিনি আরয করলেন: **আল্লাহ**র শপথ! আমি এমন কোন শরীর দেখিনি, যেমনটি হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর শরীর ছিলো, একদিন তিনি নামাযের জন্য দাঁড়ালেন, এমন সময় মিনজানিক (যা তোপের ন্যায় একটি অস্ত্র ছিলো, যা দ্বারা বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করা হতো,) দ্বারা নিক্ষিপ্ত একটি পাথর তাঁর দাঁড়ি ও বুকের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করলো, **আল্লাহ**র শপথ! তাঁর চোখে কোন ভয় ছিলোনা, তাঁর ক্বিরাতেও কোন পার্থক্য এলোনা এবং রুকুতে কোন পার্থক্য এলোনা, যেভাবে তিনি রুকু করতেন।

(দ্বীন ও দুনিয়া কি আনোকা বা'তেঁ, ১/৪৯৯)

যেনো কোন কাঠ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا নামাযে দাঁড়াতেন তখন এমন মনে হতো, যেনো কোন কাঠ এবং (তাঁর এই ধরন দেখে) বলা হতো যে, নামাযে বিনয় ও একাগ্রতা এমনই হয়ে থাকে। **(সুনানে কুবরা, ২/৩৯৮, হাদীস ৩৫২২)** হযরত আমর বিন দীনার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: সাহাবী ইবনে সাহাবী, হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর চেয়ে উত্তম পদ্ধতিতে কাউকে নামায পড়তে দেখিনি এবং হযরত আতা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ থেকে বর্ণিত যে, যখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন

www.dawateislami.net

যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا নামায পড়তেন তখন এমন মনে হতো যে, তিনি যেনো উত্থিত হওয়া জিনিস, যা নড়াচড়া করেনা।

(সিফতুস সিফওয়া, ১/৩৮৮। মুসান্নিফ আব্দুর রাযযাক, ২/১৭২, হাদীস ৩৩১২)

অতুলনীয় দানশীল, নামাযী

হযরত ইবনে আবী মুলাইকা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন, হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আমাকে বললেন: "তোমার অন্তরে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর প্রতি এত বেশি ভালবাসার কারণ কি?" আমি আরয করলাম: যদি আপনি তাঁকে দেখতেন তবে তাঁর মতো **আল্লাহ পাকের** নিকট মুনাজাতকারী, তাঁর মতো নামায আদায়কারী, **আল্লাহ পাকের** সত্তার ব্যাপারে এতবেশি দৃঢ় এবং তাঁর চেয়ে বেশি দানশীল কাউকেই পেতেন না। (মুসতাদরিক, ৪/৭১১, হাদীস ৬৩৯২)

বিনয়ের সংজ্ঞা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামাযে **আল্লাহ পাকের** মহত্বের প্রতি সজাগ থাকা, দুনিয়া থেকে মনোযোগ সরে যাওয়া, নামাযে অন্তর লাগা এবং প্রশান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকা, এদিক সেদিক না তাকানো, নিজের শরীর ও পোশাক দ্বারা খেলা না করা ও কোন অনর্থক ও অযথা কাজ না করা। এটাই হলো নামাযের বিনয়। (তাফসীরে কবীর, ৮/২৫৬। মাদারিক, ৭৫১ পৃষ্ঠা। সাভী, ৪/১৩৫৬)

www.dawateislami.net

নামাযে "একাগ্রতা" মুস্তাহাব

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: নামাযে একাগ্রতা মুস্তাহাব। (উমদাতুল কারী, ৪/৩৯১, ৭৪১নং হাদীসের পাদটিকা) আমার আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেন: নামাযের উৎকর্ষতা, নামাযের নূর, নামাযের সৌন্দর্য, অনুধাবন ও একাগ্রতায় নিহিত। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬/২০৫) উদ্দেশ্য হলো, উচ্চ মর্যাদার নামায হলো তাই, যা একাগ্রতার সহিত আদায় করা হয়।

রিযিকে বরকত ও দুঃখ দূর করার অনন্য ওযীফা

হযরত ইমাম বুরহানুদ্দীন ইব্রাহিম যরনুজী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: নামাযকে বিনয় ও একাগ্রতা সহকারে আদায় করা এবং ইলমে দ্বীন অর্জন করাতে লেগে থাকা, চিন্তা ও দুঃখকে দূর করে দেয়। আর রুজিতে বরকতের লাভের মজবুত মাধ্যম হলো: মানুষ নামাযকে বিনয় ও একাগ্রতা, নামাযের আরাকান ধীরে ধীরে আদায় করার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আর সকল ওয়াজিব, সুন্নাত ও আদব পুরোপুরিভাবে আদায় করা।

(রাহে ইলম, ৮৭-৯২ পৃষ্ঠা)

হার ইবাদত সে বরতর ইবাদত নামায
সারি দৌলত সে বড় কর হে দৌলত নামায

www.dawateislami.net

কলব গমগিঁ কা সামানে ফারহত নামায
হে মরীযোঁ কো পয়গামে সেহত নামায

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মসজিদের কবুতর

জান্নাতী ইবনে জান্নাতী, সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর ইবাদত সম্পর্কে কি আর বলবো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রাতকে তিনভাগে ভাগ করেছিলেন, এক রাতে দাঁড়িয়ে ইবাদত করতেন এমনকি সকাল হয়ে যেতো, এক রাতে রুকুতে অতিবাহিত করতেন, এক পর্যায়ে ফজরের সময় হয়ে যেতো আর এক রাতে সিজদায় এভাবে অতিবাহিত করতেন যে, সকাল হয়ে যেতো। (উসুদুল গাবা, ৩/২৪৫) কেউ তাঁর আম্মাজান হযরত বিবি আসমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি বললেন: আমার ছেলের প্রায় রাত কিয়ামে (অর্থাৎ ইবাদতে) আর দিন রোয়া অবস্থায় কাটতো, এই কারণেই তাঁকে হামামুল মাসজিদ (অর্থাৎ মসজিদের কবুতর) বলা হতে থাকে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৪১১, হাদীস ১১৮৩)

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! হায়! যেনো সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর ইবাদত এবং নামাযে বিনয় ও একাগ্রতা থেকে কোন কণা

www.dawateislami.net

আমাদেরও নসীব হয়ে যায়, আফসোস! আমাদের ইবাদতে মন লাগে না তিলাওয়াতে, ব্যস যেনতেন ভাবে নামায পড়ি ও ফিরে আসি, আমাদের নামাযে কিভাবে বিনয় ও একাগ্রতা নসীব হবে যে, আমাদের তো ব্যবসার হিসেব নিকেশ এবং অন্যান্য ব্যস্ততার শিডিউলও নামাযের মধ্যেই বানাতে হয়, নিঃসন্দেহে নামায পড়ার পূর্বে নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়, অতএব যথাসম্ভব মনকে দুনিয়াবী খেয়াল থেকে পবিত্র করার চেষ্টা করা উচিৎ, **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে মন লাগিয়ে তাঁর ইবাদত করার তৌফিক নসীব করুন এবং তাঁর ইবাদতের স্বাদ দান করুক।

মে সাত জামাআত কি পড়োঁ সারি নামাযেঁ
আল্লাহ! ইবাদত মে মেরে দিল কো লাগাদে
পড়তা রাহোঁ কসরত সে দুরূদ উন পে সদা মে
অউর যিকর কা ভি শওক পায়ে গাউস ও রযা দে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ এর মহান আস্তানায় বারবার উপস্থিতি

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরী জীবনের ৮ বছর চার মাস পেয়েছিলেন, এই সময়ে তিনি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

এর দরবারে উপস্থিত হতে থাকেন, কেননা তিনি (একভাবে) **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তানদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, তিনি তাঁর খালা হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ঘরে (প্রায়) আসা যাওয়া করতেন। মুসলমানদের আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا **হুযুরে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পর নিজের সম্মানিত পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং এর পর হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর চেয়ে বেশি কাউকে ভালবাসতেন না। (সিয়রে আলামুন নুবালা, ৪/৪৬০-৪৬৫)

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খুবই বাকপটু ছিলেন, এই কারণে তিনি কোরাইশ গোত্রের উল্লেখযোগ্য বক্তা হিসাবে থাকতেন। (তারিখে ইবনে আসাকির, ২৮/১৭৯) তাঁর আওয়াজ মুবারক বজ্রকণ্ঠ ও উচ্চ ছিলো, এমনকি তিনি যখন বক্তব্য দিতেন আর আওয়াজ পাহাড়ের সাথে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতো, তখন এমন মনে হতো যে, পাহাড় একে অপরের সাথে কথা বলছে। তিনি দাঁড়ি মুবারকে হলুদ খিযাব লাগাতেন, আর চুল কানের সাথে লেগে গর্দান স্পর্শ করতো। (সিয়রে আলামুন নুবালা, ৪/৪৬৫)

বাবরী চুল সাজিয়ে নিন

প্রিয় নবীর প্রিয় আশিকগণ! আপনারা দেখলেন তো? সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا

www.dawateislami.net

বাবরী চুল সাজিয়ে রেখেছিলেন, কেননা বাবরী চুল আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক বাবরী চুল কখনো অর্ধ কান মুবারক পর্যন্ত, কখনো কান মুবারকের লতি পর্যন্ত আর অনেক সময় বৃদ্ধি পেয়ে মুবারক কাঁধকে চুম্বন করতো, আমাদের উচিত সময়ে সময়ে তিনটি সুন্নাত আদায় করা, অর্থাৎ কখনো অর্ধ কান পর্যন্ত আর কখনো সম্পূর্ণ কান পর্যন্ত, আর কখনো কাঁধ পর্যন্ত চুল রাখা। কাঁধ পর্যন্ত বাবরী চুল লম্বা করার এ সুন্নাত নিজের উপর একটু কষ্টকর হয়ে থাকে, কিন্তু জীবনে কমপক্ষে একবার হলেও এ সুন্নাত আদায় করে নেয়া উচিত, অবশ্য এটা খেয়াল রাখা উচিত যে, চুল যেনো কাঁধের নিচে না আসে, পানিতে ভালভাবে ভিজিয়ে বাবরী চুলের লম্বার পরিমাণ লক্ষ্য করা যায়। তাই যে দিনগুলোতে চুল বৃদ্ধি করবেন সেই দিনগুলোতে গোসলের পর আঁচড়ানোর সময় ভালভাবে লক্ষ্য করবেন চুল কাধ অতিক্রম করেছে নাতো। সিনেমার নায়কদের অনুকরন করার পরিবর্তে আমাদের **আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

প্রিয় সুন্নাতের উপর আমল করা উচিৎ, কেননা সুন্নাতের মাঝেই মহত্ব ও মুক্তি রয়েছে।

সুন্নাতোঁ সে ভাই রিশতা জোড় তু
নিত নয়ে ফ্যাশন সে মুহ কো মোড় তু

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

পবিত্র কাবার তাওয়াফকারী মহিলা জ্বিন

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: আমি এক রাতে হেরম শরীফে প্রবেশ করলাম, তখন দেখলাম; কয়েকজন মহিলা বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করছে। তারা আমাকে আশ্চর্য ও চিন্তিত করে দিলো (কেননা তারা সাধারন মহিলার মতো ছিলো না)। যখন মহিলারা তাওয়াফ শেষ করলো তখন বাইরে বের হয়ে গেলো। আমি মনে মনে বললাম: আমি তাদের পেছনে পেছনে যাবো, যাতে তাদের ঘরে চিনে নিতে পারি। তারা যেতে লাগলো, এমনকি একটি ভয়ানক ঘাটিতে পৌঁছে গেলো অতঃপর সেই ঘাটিতে উঠে গেলো। আমিও তাদের পেছনে পেছনে তাতে উঠে গেলাম অতঃপর তারা সেখান থেকে নামলে আমিও নিচে নেমে গেলাম, এরপর তারা একটি বিরান জঙ্গলে প্রবেশ করলো

www.dawateislami.net

তখন আমিও তাদের পেছনে প্রবেশ করলাম। দেখলাম কি, সেখানে কিছু বৃদ্ধ লোক বসে আছে, তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো: 'হে ইবনে যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ! আপনি এখানে কেন এসেছেন?' আমি উত্তর দেয়ার পরিবর্তে তাদেরকে প্রশ্ন করলাম: 'আপনারা কে?' তারা বললো: 'আমরা হলাম জ্বিন।' আমি বললাম, আমি কয়েকজন মহিলাকে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করতে দেখলাম, তখন তারা আমাকে আশ্চর্য করলো অর্থাৎ তারা আমার নিকট মানুষ নয় অন্য সৃষ্টি মনে হলো অতএব আমি তাদের পেছনে পেছনে যেতে লাগলাম, এক পর্যায়ে এই জায়গায় এসে পৌঁছলাম। তারা বললো: 'তারা আমাদের মহিলা (অর্থাৎ জ্বিন) ছিলো, হে ইবনে যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ! আপনি কি পছন্দ করবেন?' আমি বললাম: 'পাকা তাজা খেজুর খেতে মন চাইছে।' অথচ তখন মক্কায়ে পাকে তাজা খেজুরের কোথাও নাম গন্ধও ছিলো না। কিন্তু তারা আমার সামনে পাকা তাজা খেজুর নিয়ে এলো। যখন আমি খেয়ে নিলাম তখন তারা আমাকে বললো: 'যা অবশিষ্ট রয়েছে, তা আপনি আপনার সাথে নিয়ে যান।' হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: আমি সেই অবশিষ্ট খেজুর নিলাম ও বাড়ি ফিরে এলাম।

(লাকতুল মারজান ফি আহকামিল জান, ২৪৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কে বড় বাহাদুর ও শক্তিশালী সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان মধ্যে গন্য করা হতো, যেমনটি এখনই আপনারা জ্বিনের সাথে সাক্ষাতের ঘটনা পাঠ করেছেন যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঐ জ্বিনদেরকে একেবারেই ভয় করেননি, অনুরূপভাবে তিনি এমন এক বাদশাহকে হত্যা করেছেন, যে মনে করতো যে, সে নিজের যুগের সবচেয়ে বড় বাহাদুর।

(দ্বীন ও দুনিয়া কি আনোকি বা'তেঁ, ১/৪৯৯)

তিনি ছিলেন সিংহ

হযরত ইবনে আবি মুলাইকা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا ধারবাহিকভাবে ৭দিন পর্যন্ত রোযা রাখতেন, এরপরও সপ্তম দিনে আমাদের চেয়েও বেশি শক্তিশালী থাকতেন, যেনো তিনি সিংহ ছিলেন।

(আখবারে মক্কা লিল ফাকহি, ২/৩৬৪, নম্বর ১৬৬৫)

১০০টি ভাষায় কথাবার্তা

হযরত ওমর বিন কায়স رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ থেকে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর ১০০জন গোলাম ছিলো। প্রত্যেক গোলাম ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলতো আর তিনিও গোলামের সাথে তাদের ভাষায় কথা বলতেন।

(মুস্তাদরিক, ৪/৭১১, হাদীস ৬৩৯১)

www.dawateislami.net

হজ্জের খুতবা

মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন: হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا হজ্জের সময় খুতবা প্রদান করেন: আমিও সেই খুতবায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ৮ যিলহজ্জের একদিন পূর্বে ইহরাম অবস্থায় আমাদের নিকট আগমন করলেন এবং এত সুন্দর ভাবে তালবিয়া (অর্থাৎ لَبَّیۡکَ اَللّٰھُمَّ لَبَّیۡکَ لَبَّیۡکَ لَا شَرِیۡکَ لَکَ لَبَّیۡکَ اِنَّ الۡحَمۡدَ وَ النِّعۡمَۃَ لَکَ وَ الۡمُلۡکَ لَا شَرِیۡکَ لَکَ) পাঠ করলেন যে, আমি এরূপ তালবিয়া কখনোই শুনিনি। অতঃপর তিনি **আল্লাহ পাকের** হামদ ও সানা (অর্থাৎ প্রশংসা) বর্ণনা করলেন এবং বললেন: 'নিশ্চয় তোমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে দল বেধে (Groups) বায়তুল্লায় এসেছো। **আল্লাহ পাকের** দয়াময় দায়িত্ব যে, **তিনি** তাঁর দলগুলোকে সম্মান করবেন। অতএব যারা **আল্লাহ পাকের** নিকট কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করার জন্য এসেছে, তবে তারা জেনে রাখো যে, **আল্লাহ পাকের** নিকট প্রার্থনাকারী বিফল ফিরে যায়না। তোমরা তোমাদের কথাকে কর্মের মাধ্যমে সত্যায়ন করো, কেননা কথার মূল উৎস হলো কর্ম আর নিয়্যত, অন্তরের নিয়্যতই হলো মূল। (অর্থাৎ তোমরা যা বলো, তার উপর আমলও করো, কেননা আমল ও নিয়্যতই মূল বিষয়) তোমরা এই দিনে (অর্থাৎ হজ্জের দিনে) অধিকহারে **আল্লাহ পাকের**

www.dawateislami.net

যিকির করো, কেননা এই দিনগুলোতে গুনাহ ক্ষমা করা হয়। তোমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছো আর তোমাদের আসার উদ্দেশ্য ব্যবসা (Bussiness) করা, সম্পদ উপার্জন বা দুনিয়া অর্জন করা নয়।" অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তালবিয়া পাঠ করলেন, তখন লোকেরাও তাঁর সাথে তালবিয়া পাঠ করলেন আর আমি হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কে ঐদিনের চেয়ে বেশি কোনদিন কান্না করতে দেখিনি।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩/৫৫৫, হাদীস ৫৫৩৫)

ইয়া ইলাহী হজ্জ করোঁ তেরি রিযা কে ওয়াস্তে
কর কবুল ইস কো মুহাম্মদে মুস্তফা কে ওয়াস্তে

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কাবা শরীফে রেশমী গিলাফ

কাবা শরীফে সর্বপ্রথম রেশমী গিলাফ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কাবার সম্মানার্থে চড়িয়েছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কাবা শরীফকে অধিকহারে সুগন্ধি লাগাতেন, এমনকি হেরেমের আশপাশ সুবাসিত হয়ে যেতো। **(সিয়রে আলামুন নুবালা, ৪/৪৬৭)**

(কাবাঘর ও কাবার গিলাফ ইত্যাদিতে এখনও লোকেরা অনেক সুগন্ধি লাগায়, অতএব ইহরাম অবস্থায় কাবাঘর ও কাবার গিলাফ স্পর্শ করাতে সতর্কতা অবলম্বন করুন, তাছাড়া হজ্জ ও ওমরার মাসআলা জানার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ

www.dawateislami.net

এর কিতাব রফিকুল মু'তামিরিন ও রফিকুল হারামাঈন অবশ্যই পাঠ করুন।)

সাঁতার কেটে তাওয়াফ পূর্ণ করলেন

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا **আল্লাহ পাক**কে সন্তুষ্ট করার জন্য ইবাদতের কোন সুযোগ হাতছাড়া করতেন না, এমনকি অন্যরা অপারগতা প্রকাশ করতো, অতএব একবার মক্কায়ে পাকে মেঘ ছেয়ে গেলো এবং প্রবল বৃষ্টি বর্ষন হলো, পাহাড় থেকে বৃষ্টির পানি এসে বায়তুল্লাহ শরীফের আশেপাশে জমা হয়ে গেলো, এমনকি মানুষের জন্য চলাফেরা ও তাওয়াফ করা কষ্টকর হয়ে গেলো। তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সাতার কাটতে শুরু করলেন এবং সাতার কেটে নিজের তাওয়াফ পূর্ণ করলেন। **(মুওসুআতু ইবনে আবীদ দুনিয়া, ৮/৪২৩)**

দে দে তাওয়াফে খানায়ে কাবা কা ফির শরফ
ফরমা ইয়ে পুরা মুদ্দাআ ইয়া রব্বে মুস্তফা

হাদীসে পাক বর্ণনা

হযরত আব্বাস বিন সাহাল বিন সাআদ আনসারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন; আমি শুনেছি: হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا মক্কায়ে পাকের মিম্বর শরীফে খুতবা দিতে গিয়ে বলেন: হে লোকেরা! নিশ্চয় **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

ইরশাদ করেন: "যদি মানুষের নিকট স্বর্ণের একটি পাহাড় থাকে কবে দ্বিতীয়টির আকাঙ্ক্ষা করবে আর যদি দ্বিতীয়টি পেয়ে যায় তবে তৃতীয়টির আকাঙ্ক্ষায় থাকবে আর মানুষের পেট (কবরের) মাটি ব্যতীত আর কিছুই পূর্ণ করতে পারবে না এবং যারা তাওবা করে **আল্লাহ পাক** তার তাওবা কবুল করে নেন।

(বুখারী, ৪/২২৯, হাদীস ৬৪৩৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়ার সম্পদ রীতিমতো আযাব, সম্পদশালী লোকেরা দুনিয়াতেও বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে, কখনো শত্রুর ভয় তো কখনো প্রাণনাশের ভয়, কখনো সন্তান অপহরণের ভয় তো কখনো ট্যাক্সের কেস, সম্পদের আধিক্যের আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে সুন্দর আমলের আধিক্য হয়ে গেলে তো কথাই নেই, কেননা কবরে শুধু নেক আমলই কাজে আসবে, অবশিষ্ট ব্যাংক ব্যালেন্স, স্বর্ণ রূপার অলঙ্কার, ব্যবসা, নতুন গাড়ি, উত্তম পোশাক ইত্যাদি সবই এখানেই রয়ে যাবে, হায়! যদি সম্পদের প্রতি মন লাগানোর পরিবর্তে **আল্লাহ পাকের** স্মরণ অন্তরে গেঁথে যায়, তবে তো اِنۡ شَآءَ اللّٰہ আমাদের তরী পাড় হয়ে যেতো।

তাজ ও তখত ও হুকুমত মত দেয় কসরতে মাল ও দৌলত মত দেয়
আপনি রিযা কা দেয়দে মুশদা ইয়া আল্লাহ মেরী ঝুলি ভর দেয়

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১২৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

হাদীসে পাক বর্ণনা করার সময় ভীতি

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে আরয করলেন: আব্বাজান! আমি আপনাকে সেভাবে অধিকহারে হাদীস বর্ণনা শুনাতে দেখিনি, যেমনিভাবে অমুক অমুক সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان হাদীস শুনাতেন, তখন হযরত যুবাইর বিন আওয়াম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আমি কখনোই কোন অবস্থাতেই **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে পৃথক তো হইনি কিন্তু আমি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এটা ইরশাদ করতে শুনেছি: যে আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলে, সে যেনো তার ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নেয়।

(বুখারী, ১/৫৭, হাদীস ১০৭। মুস্তাখাব হাদীসেঁ, ১১১ পৃষ্ঠা)

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: হযরত যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উদ্দেশ্য এটা ছিলো যে, আমি এই সতর্কবাণীর ভয়ে হাদীস বর্ণনা করাতে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করি এবং শুধু ঐ হাদীসই শুনাই যা আমার ভালভাবে স্মরণ রয়েছে আর যেগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপ আস্থা ও বিশ্বাস সহকারে জানতাম যে, এটি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী। আর রইলো অন্যান্য

www.dawateislami.net

সাহাবারা যাঁরা আমার চেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করে, তাঁরা যেহেতু আমার চেয়ে বেশি হাদীস সমূহ স্মরণ রেখেছেন তাই তাঁরা আমার চেয়ে বেশি হাদীস শুনতেন। (মুন্তাখাব হাদীসেঁ, ১১১ পৃষ্ঠা)

শাহাদতের ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا সত্যবাদী, সত্যের জন্য সংগ্রামকারী এবং তরবারী চালনায় অতুলণীয় পারদর্শী ছিলেন, অতএব কপট এজিদ যখন তাঁর কাছ থেকে বাইয়াত গ্রহন করতে চাইলো তখন তিনি তার চিঠি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ও বললেন: আমি অন্যায় আবদার পূরণ করার জন্য সমান্যতম নম্রতাও অবলম্বন করবোনা। ৬৪ হিজরীতে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খেলাফতের ঘোষণা করেন, ৭৩ হিজরীতে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান ক্ষমতা দখল করে নিজের বাইয়াত ঘোষণা করলো এবং বনু উমাইয়ার অত্যাচারী গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে একটি বাহিনীর আমীর নিয়োগ করে মক্কায়ে পাকের দিকে প্রেরণ করলো। কুচক্রি হাজ্জাজ "আবু কুবাইস" পাহাড়ে উঠে মিনজানিক (পাথর নিক্ষেপকারী তোপ) এর মাধ্যমে তাঁর এবং তাঁর সাথীদের উপর পাথর বর্ষন করলো। সাহসী ও শক্তিশালী সাহাবীয়ে রাসূল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই অত্যাচারী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবলভাবে

www.dawateislami.net

মোকাবেলা করলেন। একটি পাথর তাঁর মুবারক মাথায় এসে লাগলো তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মাটিতে পড়ে গেলেন। শত্রুরা সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁকে খবুই নির্মমভাবে শহীদ করে দিলো। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৪০৭-৪০৮, হাদীস নম্বর: ১১৭০)**

ধৈর্যশীলা ও কৃতজ্ঞ মা

জান্নাতী সাহাবীয়া হযরত বিবি আসমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: আমি **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "নিশ্চয় শকীফ গোত্রে একজন অনেক বড় অত্যাচারী হবে।"

(মু'জামু কবীর, ২৪/১০০, হাদীস: ২৭১। মুস্তাদরিক আলাল সহীহাঈন, ৪/৭১৬, হাদীস: ৬৩৯৭)

ইমাম শরফুদ্দীন নববী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেন: ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَہُمُ اللّٰہُ السَّلَام এই বিষয়ে ঐক্যমত যে, হাদীসে মুবারকায় অত্যাচারী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। **(শরহে মুসলিম লিন নববী, ৮/১০০, ১৬তম অংশ)**

ধৈর্যশীলা ও কৃতজ্ঞ মা যখন তাঁর শাহজাদার শাহাদতের সংবাদ শুনলেন তখন **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন: আমি চাই যে, আমার ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু না আসুক, যতক্ষণ আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে আমার নিকট সমর্পণ করা হবেনা। তাঁকে গোসল দেয়া হোক। সুগন্ধি

www.dawateislami.net

লাগিয়ে কাফন পরিধান করা হোক অতঃপর দাফন করে দেয়া হোক। কিছুক্ষণ পরই আব্দুল মালেকের চিঠি এলো যে, হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মুবারক মৃতদেহ তাঁর পরিবারকে সমর্পণ করে দেয়া হোক। তাঁকে হযরত বিবি আসমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর নিকট নিয়ে আসা হলো, অতঃপর গোসল দিয়ে পাক পবিত্র করে সুগন্ধি লাগিয়ে কাফন দেয়া হলো। (মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা, ১৬/১২২, হাদীস ৩১৩১৮) হযরত আইয়ুব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন: আমার মনে হয় যে, হযরত বিবি আসমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দাফন করার পর শুধুমাত্র তিনদিন জীবিত ছিলেন। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৬৮, হাদীস ১৫০৩) অপর মতানুসারে মক্কায়ে পাকের কবরস্থানে মা ছেলে উভয়ের মুবারক কবর পাশাপাশি রয়েছে। (জান্নাতী যেওর, ৫২৮ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

সাহাবা কা গাদা হোঁ অউর আহলে বাইত কা খাদিম
ইয়ে সব হে আ'প হি কি তো ইনায়াত ইয়া রাসূলাল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

অতুলনীয় দানশীল, নামাযী

হযরত ইবনে আবী মুলাইকা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে বললেন: "তোমার অন্তরে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا এর প্রতি এত বেশি ভালবাসার কারণ কি?" আমি আরয করলাম: যদি আপনি তাঁকে দেখতেন তবে তাঁর মতো আল্লাহ পাকের নিকট মুনাজাতকারী, তাঁর মতো নামায আদায়কারী, আল্লাহ পাকের সত্তার ব্যাপারে এতবেশি দৃঢ় এবং তাঁর চেয়ে বেশি দানশীল কাউকেই পেতেন না।

(মুসতাদরিক, ৪/৭১১, হাদীস ৬৩৯২)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জলপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net